মোহাম্মদপুরে সেনা অভিযান: জেনেভা ক্যাম্পে ৩২ ককটেল উদ্ধার, আটক ৪

সংগৃহীত ছবি

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে উদ্ধার করা হয়েছে ৩২টি তাজা ককটেল, বিপুল বিস্ফোরক, দেশীয় অস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম ও মাদকদ্রব্য। চারজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। উদ্ধারকৃত ককটেলগুলো সেনাবাহিনীর বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট পরে নিরাপদে নিষ্ক্রিয় করে।

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার (২০ অক্টোবর) রাতে অভিযান চালায় সেনাবাহিনী। যৌথ অভিযানে অংশ নেয় ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেড, ২৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, মোহাম্মদপুর ও আদাবর থানা পুলিশ। অভিযানে বিস্ফোরক, দেশীয় অস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম এবং বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার করা হয়।

অভিযানের প্রথম পর্যায়ে বসিলা আর্মি ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা সাতটি ধারালো অস্ত্র ও তিনটি স্প্রিন্টারসহ তিনজনকে আটক করেন। স্প্রিন্টারগুলোর উৎস নিয়ে সন্দেহ হলে রাতে পুনরায় জেনেভা ক্যাম্পে অভিযান চালানো হয়। দ্বিতীয় ধাপে একটি বাসার দুটি কক্ষ থেকে আরও একজনকে আটক করা হয়, যেখানে পাওয়া যায় ৩২টি তাজা ককটেল, মার্বেল পাথর, গান পাউডার ও ককটেল তৈরির সরঞ্জাম।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাজিম আহমেদ, অধিনায়ক ২৩ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে জানান—“উদ্ধার করা বিস্ফোরকগুলো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। তাৎক্ষণিকভাবে বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট সেগুলো নিরাপদে নিষ্ক্রিয় করে।” তিনি আরও বলেন, “অপরাধীদের একটি সংগঠিত চক্র দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয়ভাবে বিস্ফোরক তৈরি ও বিতরণে জড়িত ছিল। আটক ব্যক্তিদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে চক্রের মূল হোতাকে ধরতে অভিযান অব্যাহত আছে।”

উদ্ধারকৃত ককটেলগুলো সোমবার দিবাগত রাত সোয়া তিনটার দিকে বসিলা আর্মি ক্যাম্পে দুই ধাপে নিষ্ক্রিয় করা হয়—প্রথম ধাপে ১৮টি ও দ্বিতীয় ধাপে আরও ১৪টি ককটেল ধ্বংস করা হয়।

সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই অভিযান রাজধানীতে সম্ভাব্য বড় ধরনের নাশকতা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। জেনেভা ক্যাম্পে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকাজুড়ে টহল ও নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে।